দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 04 DEC 2008
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাবে ভর্তিযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতেছে

প্রতি ইংরেজি নববর্ষকে সামনে রাখিয়া রাজধানীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে যে ভর্তিযুদ্ধ শুরু হয়, বছর বছর ক্রমেই যেন উহার তীব্রতা বাড়িতেছে। গত সোমবার ১লা ডিসেম্বর দেশে সর্বোত্তম স্কুলগুলির অন্যতম বলিয়া পরিচিত ভিকারুননিসা নূন স্কুলের প্রথম শ্রেণীর ইংরেজি মাধ্যমের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। মাত্র ৭০টি আসনের বিপরীতে ২ হাজার ৪১৭ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় লিপ্ত হয়। অর্থাৎ একটি আসন দখলের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ছিল ৩৫ শিশু। এই স্কুল কর্তৃপক্ষ জানাইয়াছে, বাংলা মাধ্যমের পরীক্ষা আরো বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হইবে। ভিকারুননিসার মূল ক্যাম্পাসসহ চারটি ক্যাম্পাসের জন্য সর্বমোট ৯ হাজার ৩১৮ জন পরীক্ষা দিবে। রাজধানীর হাতে গোনা অন্য কয়েকটি ভালো স্কুলেও দেখা যাইবে একই চিত্র। প্রতি বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বন্ধ গেটের ওপারে খাতাকলম লইয়া যেন অগ্নিপরীক্ষায় উপনীত হয় কোমলমতি শিক্ষার্থীর দল, বাহিরে অপেক্ষা করে উদ্বিগ্ন অভিভাবককুল।

রাজধানীর অন্যান্য স্কুলেও চলতি এবং আগামী মাসের মধ্যে সব ধরনের ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন হইবে। চাহিদার শীর্ষে থাকা ২৪টি সরকারি স্কুলসহ রাজধানীতে তিন শতাধিক প্রাথমিক স্কুল, চার শতাধিক মাধ্যমিক স্কুল, দুই শত ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলসহ সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে। এইসব স্কুলে ভর্তি হয় লক্ষাধিক শিক্ষার্থী। যেহেতু সহস্রাধিক স্কুল থাকিলেও মানসম্মত স্কুলের সংখ্যা একেবারেই হাতেগোনা, সেহেতু ভর্তিচ্ছুদের শতকরা ৯০ ভাগই তাহাদের পছন্দের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পায় না। এই ব্যবস্থা প্রকারান্তরে জানাইয়া দিতেছে, ভালো স্কুলে পড়িবার মতো মেধা যেমন ঐ শিশুদের নাই, পড়ানোর সামর্থ্যও নাই তাহাদের অভিভাবকদের। এই বাস্তবতা কোনো বিচারেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। শিক্ষা ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি সুস্থ ও স্বাভাবিক বলিয়া মানিয়া নেওয়ার উপায় নাই।

ঘুরিয়া-ফিরিয়া প্রতি বছর রাজধানীর কিছু স্কুল ভালো ফল করিতেছে। কিন্তু এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা লইয়া দেশের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়নের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হইতেছে না। একদিক দিয়া সব স্কুলেরই তো ভাল স্কুল হওয়া কথা। মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিটি স্কুল সরকার অনুমোদিত। বেসরকারি বলিয়া যে স্কুলগুলি পরিচিত, সেসব স্কুলের শিক্ষকগণও মূল বেতনের প্রায় পুরোটাই সরকারি কোষাগার হইতে পাইয়া থাকেন। প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নও হয় বেশিরভাগ সরকারি টাকায়। লাইব্রেরী ও বিজ্ঞানাগারের খরচও প্রায় সবটাই সরকারি খাতের। সর্বোপরি, একইরকম শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষকগণ নিয়োজিত রহিয়াছেন সব স্কুলে। এরপরেও স্বীকার্য যে, অবস্থানগত ও অনুপেক্ষণীয় পারিপার্শ্বিক কিছু কারণে স্কুলগুলির মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলে কিছু পার্থক্য ঘটিতেই পারে। কিন্তু বছরের পর বছর গুটিকয়েক স্কুলের শিক্ষার্থীরা খুব ভাল ফল করিয়া যাইবে এবং বেশিরভাগ স্কুল তাহাদের ধারেকাছেও ঘেঁষিতে পারিবে না- এই বাস্তবতা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার জন্য অভিশাপ হইয়া উঠিয়াছে।

ভর্তিযুদ্ধকে ঘিরিয়া রাজধানীসহ শহরাঞ্চলে ভর্তিবাণিজ্যও জমজমাট। পাড়ায় পাড়ায় গড়িয়া উঠিয়াছে কোচিং সেন্টার। ডিসেম্বর মাস জুড়িয়া রাজধানীর সেরা স্কুলগুলির ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করিয়া কোচিং ও প্রাইভেট পড়াইতে বাধ্য হয় অভিভাবকগণ। সেরা স্কুলগুলির অনেক শিক্ষকও এসব ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত বলিয়া অভিযোগ শোনা যায়। ইহাছাড়া রহিয়াছে ভালো বলিয়া চিহ্নিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডোনেশন বাণিজ্য। বিত্তবানদের ডোনেশনের সামনে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীও টিকিতে পারে না। অন্যদিকে শুধু যে শিক্ষাজীবনের শুরুতেই কোমলমতি শিশুরা তীব্রতর ভর্তিযুদ্ধের মুখোমুখি হইতেছে, তাহা নয়। গোটা শিক্ষা জীবন জুড়িয়াই এই যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে হইবে শিক্ষার্থীদের। ইহার মূল কারণ অবশ্যই, মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংকট। অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রতি বছর বাড়িতেছে। যেসকল শিক্ষার্থী তাহাদের পছন্দের বিষয়ে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হইতে পারে না, পরবর্তী শিক্ষাজীবনে উহার বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়া স্বাভাবিক। হতাশায় অনেকেরই পড়াশোনায় অমনোযোগী হইয়া ওঠাটাও বিচিত্র নয়।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের জন্য ভর্তিযুদ্ধ একটি বড় সমস্যা হইয়া উঠিয়াছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগোপযোগী সংস্কার সাধন এবং মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে। ইহার জন্য সরকারের শিক্ষা বিভাগকে অবশ্যই কার্যকর নীতি-কৌশল অবলম্বন করিতে হইবে। একইসঙ্গে দেশের শিক্ষানুরাগী ও শিক্ষকমণ্ডলীকেও সচেতন দায়িত্ববোধ লইয়া আগাইয়া আসিতে হইবে বলিয়া আমরা মনে করি।